দৈনিক
ইত্তেফাক

15 OCT 2016

পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছয়টির বদলে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নিয়ম করিয়া ২০১৭ সালের এসএসসি, দাখিল, এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার সময় বিভাজনের নূতন বিন্যাস করা হইয়াছে, যাহা গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করিয়াছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপ-কমিটি। পূর্বে সৃজনশীলে শিক্ষার্থীদের ছয়টির উত্তর লিখিতে হইত নয়টি প্রশ্নের মধ্য হইতে। আগামী বছর হইতে তাহাদের ১১টি প্রশ্নের মধ্য হইতে সাতটি বাছিয়া লইতে হইবে। ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করিয়াছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাহারা বলিতেছে, পূর্বে ছয়টি সৃজনশীল প্রশ্নের নিয়মে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে শিক্ষার্থীরা গড়ে ২১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড সময় পাইত। আর এখন সাতটি প্রশ্নের জন্য গড়ে ২১ মিনিট ২৬ সেকেন্ড সময় পাইবে। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করিলেও রবিবার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বৈঠক করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হইবে না। শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন, নূতন সময় বিভাজনের এ সিদ্ধান্ত ২০১৫ সালেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রস্তুতি লইবার সুযোগ তাহারা পাইয়াছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি বলিতে মূলত মূল পাঠ্য বইয়ে যে বিষয় রহিয়াছে তাহা হইতে প্রশ্ন না করিয়া তাহারই মূল ভাবের আলোকে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা— এই চারটি ধাপে প্রশ্ন করাকে বুঝানো হইয়া থাকে। প্রাথমিকভাবে ইহার নাম ছিল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। ইহার অর্থ পরীক্ষার প্রশ্নগুলি একটা কাঠামো বা স্ট্রাকচারের মধ্যে করা হইবে। বেঞ্জামিন ব্লুম নামক এক শিক্ষাবিদের বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়া এই পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সারা পৃথিবীর ছাত্র-ছাত্রীদেরই এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের দেশে ইহা ২০০৯ সাল হইতে কার্যকর হইয়াছে। তবে সৃজনশীল পদ্ধতির কার্যকারিতা লইয়া শিক্ষাবিদদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। অভিযোগ রহিয়াছে যেই সকল শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন তাহাদেরই সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নাই। পদ্ধতি হিসাবে কিছুটা জটিল হওয়ায় এবং প্রশ্ন করিতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকায়, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য শিক্ষকরাই গাইড বইয়ের উপর নির্ভর করিতেছেন। ফলে শিক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের প্রতি নির্ভরশীলতা দিনদিন বাড়িয়া যাইতেছে। শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যায় নিরুৎসাহিত করা, গাইড বই নির্ভরতা হ্রাস করা ও কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য বন্ধের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়, কিন্তু ইহার কোনোটিই ঠেকানো সম্ভব হইতেছে না।

অন্যদিকে, গত কয়েক বছর ধরিয়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার ফলাফলে জিপিএ ফাইভের বিস্ফোরণ, শিক্ষার্থীদের পাসের জন্য অতিরিক্ত হারে নম্বর দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মানের অবনমন লইয়া সর্বমহলেই আলোচনা হইয়াছে। প্রশ্নফাঁস ও ফলাফলের অতিমূল্যায়নের সমস্যা দূর করিতে শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন সময়ে বহুনির্বাচনী অংশ উঠাইয়া দেওয়া কিংবা যথাসম্ভব কমাইয়া আনার উপর জোর দিয়াছেন। কারণ পাবলিক পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী ৪০ নম্বর লইয়া দুর্নীতি হয় বেশি এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের কারণেই শিক্ষার্থীরা উচ্চনম্বর পাইয়া যাইতেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীরাও পাস করিতে পারিতেছে না। এই পরিস্থিতিতে সত্যিকারের জ্ঞানলাভের জন্য বহুনির্বাচনীর তুলনায় সৃজনশীল অংশ বাড়াইয়া তোলার পরামর্শ সরকার গ্রহণপূর্বক সেইমতো পদক্ষেপ লইয়াছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এই বিষয়টিকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।